গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে গ্রামীণ ফোনের সম্পর্কঃ গ্রামীণ ফোন কার প্রতিষ্ঠান?

প্রথম পর্ব

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বর্তমান অবস্থান হলো যে, এই দুটো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। শুধু গ্রামীণ নামটি ব্যবহার হয়েছে মাত্র।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এখন জোরেসোরে দাবি করছেন যে, গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে গ্রামীণ টেলিফোনের কোন সম্পর্ক নেই।

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালের একটি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত ব্যাংক। এই আইনের সংস্কার সময়ে সময়ে হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এখনও একটি আইনে গঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ফোন ব্যক্তিমালিকানা খাতে স্থাপিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানে শেয়ার আছে নরওয়ের টেলিনর এবং গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানীর। এছাড়া ১০% শেয়ার ২০০৯ সালে বাজারে ছাড়া হয়। এবিষয়ে অধ্যাপক ইউনূস-এর উদ্যোগে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের কতিপয় সদস্যরা একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে, তাদের ব্যাংকের সঙ্গে গ্রামীণ ফোনের কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় পর্ব

গ্রামীণ টেলিকম প্রতিষ্ঠানের জন্মবৃত্তান্ত। গ্রামীণ টেলিকমের শুরুতে তার পরিচালনা পর্ষদের আলোচনায় যা প্রতিভাত হয়।

গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ ব্যাংকই প্রতিষ্ঠা করে মোবাইল লাইসেন্স পাওয়ার উদ্দেশ্যে। অধ্যাপক ইউনূস নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময়ও বলেন যে এক সময় গ্রামীণ ব্যাংকের গরীব সদস্যরাই গ্রামীণ ফোনের মালিক হবেন।

১৯৯৫ সালে গ্রামীণ ব্যাংক মোবাইল টেলিফোনের লাইসেন্স নেবার প্রাথমিক উদ্যোগ নেয়। এতে গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী হন একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা জনাব ইকবাল কাদের। তিনি গণফোন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকম নামে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। ৩টি প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ টেলিকম, গণফোন এবং টেলিনর ১৯৯৫ সালে একটি

কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করে মোবাইল ফোন লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকারে একটি আবেদন করে। এবং সেখানে গ্রামীণ টেলিকমের পরিচয় দেয়া হয়

''গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ টেলিকম ''নট ফর প্রফিট কোম্পানী।''

''গ্রামীণ টেলিকম প্রকল্পের মালিক কালক্রমে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরাই হবেন। সেই হিসাবে এই প্রকল্প শুধু গরীবদের টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ দেবে না, বরঞ্চ টেলিকম ব্যবসায় যে মুনাফা হবে তার সুবিধাও দরিদ্র জনসাধারণ গ্রামীণ টেলিকমের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন।''

''<u>গ্রামীণ টেলিকমের আবেদন</u>

সরকার ইতিমধ্যে বেসরকারী খাতে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে সেলুলার সার্ভিস প্রদানের জন্য যে লাইসেন্সসমূহ দেবার পরিকল্পনা করেছেন তার মধ্য থেকে একটি লাইসেন্স দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামীণ টেলিকমকে দেয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর নিকট সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি।''

<u>গ্রামীণ টেলিকমের ১ম বোর্ড মিটিং</u>-এ এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব খালেদ শামস্ যে প্রতিবেদন পেশ করেন সেখানে বলা হয় যে, ''গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ টেলিকম ইতিমধ্যে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে।

<u>গ্রামীণ টেলিফোন পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভায়</u> (যার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস) সেখানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার প্রতিবেদনে বলেন-

''তিনি আরো উল্লেখ করেন প্রকল্পের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক সোস্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে ১১% সরল সুদে ৩০,০০,০০,০০০ (ত্রিশ কোটি) টাকা ব্যাংকের ৪১তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে প্রদানের জন্য অনুমোদন করেন। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক এবং টেলিকমের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চূড়ামন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

পরিচালনা পরিষদকে আরো জানান হয় যে, নভেম্বর ১-৩১ [সম্ভবতঃ ভুলে এখানে নভেম্বর মাস ৩১ দিন লেখা হয়েছে], ১৯৯৫ পর্যন্ত মোট ১৪,৫০০ (চৌদ্দ হাজার পাঁচশত) টাকা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে এবং মোট ১৪,১৬০/- (চৌদ্দ হাজার একশত ষাট) টাকা খরচ করা হয়েছে।

<u>গ্রামীণ টেলিকমের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রামীণ ব্যাংক সরবরাহ করে</u>। গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ টেলিকমকে ঋণ দেয়া হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের গ্যারান্টিতে গ্রামীণ টেলিকম সরোসের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। গ্রামীণ ব্যাংক সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড থেকে গ্রামীণ টেলিকমকে ঋণ দেয়। গ্রামীণ ব্যাংকের এক ধরনের গ্যারান্টির ফলে IFC, CDC এবং ADB গ্রামীণ ফোনের Preferential Share খরিদ করে। অর্থাৎ এক কথায় বলা

চলে যে, গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগ, অর্থ এবং গ্যারান্টির দ্বারাই গ্রামীণ টেলিকম প্রতিষ্ঠা পায়।

অধ্যাপক ইউনূস প্রথম থেকেই বলেছেন যে, গ্রামীণ ব্যাংকের গরীবরা অবশেষে গ্রামীণ ফোনের মালিক হবেন। সেটা তার লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রেও বলা ছিল। তিনি তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও সেই রকম নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এমনকি ২০০৬ সালে তার নোবেল বিজয় উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন সেখানেও বলেন যে-

‘‘Grameen Phone is a joint-venture company owned by Telenor of Norway and Grameen Telecom of Bangladesh. Telenor owns 62 percent share of the company, Grameen Telecom owns 38 percent. Our vision was to ultimately convert this company into a social business by giving majority ownership to the poor women of Grameen Bank. We are working towards that goal. Someday Grameen Phone will become another example of a big enterprise owned by the poor.”

তৃতীয় পর্ব

গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা বোর্ড গ্রামীণ ফোন প্রতিষ্ঠালগ্নে যে উদ্যোগ নেয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে গ্রামীণ ফোনের প্রতিষ্ঠালগ্নে যে আলোচনা হয় তাতে দেখতে পাওয়া যায় যে (১) গ্রামীণ টেলিকম তারাই প্রতিষ্ঠা করেন (২) গ্রামীণ ফোনে বিনিয়োগের জন্য গ্রামীণ টেলিকমকে তারা ঋণ দেন (৩) গ্রামীণ ব্যাংকের গ্যারান্টি বা সমমানের নিশ্চয়তা প্রদানের ভিত্তিতেই গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ ফোনে বিনিয়োগ করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকে এই গ্রামীণ টেলিকম প্রতিষ্ঠালগ্নে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে তার একটু হিসাব নেয়া যেতে পারেঃ

(K) **১৬ নভেম্বর ১৯৯৪ সালের বোর্ড সভা। সভাপতি- ড. আকবর আলী খানঃ**

‘‘গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের জন্য আয় উপার্জনকারী কর্মকান্ড হিসেবে আধুনিক সেলুলার টেলিফোন সেবা বিক্রি করার নতুন কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদনঃ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য/সদস্যাদের জন্য আয় উপার্জনকারী কর্মকান্ড হিসাবে আধুনিক সেলুলার টেলিফোন সরবরাহ, এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের অংশগ্রহণ এবং পৃথক একটি কোম্পানী গঠন নিয়ে পরিচালকমন্ডলীর আজকের (১৬-১১-৯৪) সভায় সার্বিক আলোচনার পর এ ধরনের কার্যক্রমে ব্যাংকের অংশগ্রহণ অনুমোদন করে পরিচালকমন্ডলী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

‘‘সিদ্ধান্ত গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের সেলুলার টেলিফোন সেবা বিক্রীর সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়ে একটি কনসোর্টিয়ামে যোগ দেবার জন্য অনুমতি দেয়া হলো। এজন্য গ্রামীণ ব্যাংক তার নিজস্ব কোন পুঁজি বিনিয়োগ করবে না।

গ্রামাঞ্চলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তৃতির জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো লীজ নেয়ার (যদি প্রয়োজন হয়) জন্য গ্রামীণ ব্যাংককে অনুমতি দেয়া হলো। এই লীজ সংক্রান্ত সমুদয় খরচ কনসোর্টিয়াম বহন করবে।

‘‘গ্রামীণফোনঃ নামে একটি পৃথক ‘‘নট ফর প্রফিট’’ কোম্পানী স্থাপন করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। গ্রামীণ পরিবারের অন্যান্য সংস্থার মত ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী এই কোম্পানী গঠিত হবে।

উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে এ ব্যাপারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

ভবিষ্যতে এর অগ্রগতি সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলীকে অবহিত করতে হবে’’।

(L)বোর্ড সভা ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫। সভাপতি ড. আকবর আলী খান।

এই সভায় গ্রামীণ ব্যাংক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য।

‘‘গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের রিপোর্ট পেশ। গ্রামীণ ব্যাংক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, ‘‘গ্রামীণ টেলিকম’’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই নিবন্ধনকরণ হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নরওয়ের টেলিনর এবং আমেরিকার গণফোন নামক দু’টি প্রতিষ্ঠানের সাথে কনসোর্টিয়াম গঠন করে গত ৬ই নভেম্বর একটি টেন্ডার দাখিল করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন এটা অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্প বলে বিবেচিত হবে। সেলুলার টেলিফোন সম্পর্কে আলাপ করা হলে সদস্যদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।’’

‘‘গ্রামীণ টেলিকমকে সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে ৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের

প্রস্তাব অনুমোদনঃ গ্রামীণ টেলিকমকে সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ড. আকবর আলী খান এবং সদস্য জনাব গুল আফরোজ মাহবুব এই মর্মে অভিমত রাখেন যে সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ডের (SAF) টাকা মূলতঃ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণে সংরক্ষিত থাকায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে সতর্কতার সাথে এই তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। প্রকল্পটি অত্যন্ত লাভজনক এবং এতে বিনিয়োগের তেমন ঝুঁকি নেই বলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকমন্ডলীকে আশ্বস্ত করলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে,’’

‘‘সিদ্ধান্ত গ্রামীণ টেলিকমের সাথে টেলিনর এবং গণফোনের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম গঠন এবং ভবিষ্যতে জাপানের মারুবিনি কর্তৃক কনসোর্টিয়ামে যোগদানের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিচালকমন্ডলী অবহিত হলো।

গ্রামীণ টেলিকমকে সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) থেকে শতকরা ১১ টাকা সরল সুদে ৩০ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।’’

‘‘সোশাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ড (SAF) প্রদত্ত এই ঋণের শর্তাবলী ও পরিশোধসূচী গ্রামীণ টেলিকমের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করার ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পণ করা হলো।’’

(M) বোর্ড সভা সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৯৬। সভাপতি অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

‘‘গ্রামীণ ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের রিপোর্টঃ তাঁর বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন বর্তমান বছরে ব্যাংকের জন্য সুখবরগুলোর মধ্যে দু’টি খবর আমাদের জন্য বিশেষভাবে খুশীর। এর একটি হলো প্রফেসর রেহমান সোবহানের গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং দ্বিতীয় সরকার কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংককে সেলুলার টেলিফোনের লাইসেন্স দিতে সম্মত হওয়া।’’

‘‘গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক সেলুলার টেলিফোনের লাইসেন্স পাওয়ার উল্লেখ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন এটা নিঃসন্দেহে গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য একটা খুশীর সংবাদ। তিনি বলেন গত দেড় বছর ধরে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিহীন সদস্যদের জন্য আয়ের উৎস হিসেবে টেলিফোন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের প্রচেষ্টা অবশেষে সফল হয়েছে।’’

(ঘ) এই বিষয়ে এপ্রিল ৬, ১৯৯৭ সালের আর একটি সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

(ঙ) বোর্ড সভা ২৬ আগস্ট, ১৯৯৭। সভাপতি- প্রফেসর রেহমান সোবহান।

এই সভায় গ্রামীণ টেলিফোনের জন্য অর্থ সংগ্রহে গ্রামীণ ব্যাংক গ্যারান্টি দেবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরবর্তীকালে আর একটি সভায় (জুলাই ২৮, ১৯৯৮ সালে) গ্যারান্টির সিলিং বৃদ্ধি করে।

‘‘গ্রামীণ টেলিকমের ঋণ সংগ্রহে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্যারান্টি প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

‘‘সিদ্ধান্তঃ গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত জামিনদার (Guarantor) হতে পারবে।

গ্রামীণ টেলিকমের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত নিশ্চয়তা (Guarantor) প্রদানের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রদান করা হলো।

এই নিশ্চয়তা (Guarantor) প্রদানের জন্য গ্রামীণ টেলিকম ব্যাংককে বার্ষিক ০.৫০% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করবে।

ইতিমধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকেও ০.৫০% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক যে পরিমাণ টাকার জন্য জামিনদার হবে সে পরিমাণ টাকা গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যালেন্স শীটে Contingent Liability হিসেবে দেখাতে হবে।''

(চ) বোর্ড সভা ২৫ অক্টোবর ১৯৯৮। সভাপতি- প্রফেসর রেহমান সোবহান।

এই সভায় সরোসের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়ে কিছু আলোচনা হয় এবং IFC, CDC এবং ADB-র কাছ থেকে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

''সিদ্ধান্তঃ গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক সরোস ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SEDF) থেকে ১০.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত উল্লেখপুর্বক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে Keep-Well Commitment প্রদান করার অনুমোদন দেয়া হলো।

যেহেতু গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক সরোস ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (SEDF) থেকে ১০.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণের বিপরীতে গ্রামীণ কল্যাণ গ্যারান্টি প্রদান করবে সেহেতু গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ কল্যাণের সব ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে যাতে করে গ্রামীণ কল্যাণ নিজস্ব তহবিল গড়ে তুলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।''

''গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃক ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (Guarantee) থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক Keep-Well Commitment প্রদানের ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পণ করা হলো।

''গ্রামীণ ফোন কর্তৃক IFC, CDC এবং ADB থেকে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত উল্লেখপূর্বক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে Side Letter প্রদানের অনুমোদন দেয়া হলো।

(i) গ্রামীণ টেলিকমের Articles of Association অনুসারে গ্রামীণ টেলিকম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

(ii) এ ঋণ যতদিন পরিশোধ হবে না ততদিন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এবং জনাব মুহম্মদ খালেদ শামস্ যথাক্রমে গ্রামীণ টেলিকমের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যতম সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে IFC, CDC এবং ADB এর সম্মতি সাপেক্ষে এর পরিবর্তন করা যাবে।

(iii) গ্রামীণ ব্যাংক অবগত (Acknowledge করছে) আছে যে, ভবিষ্যতে গ্রামীণফোনে গ্রামীণ টেলিকমের অংশ বা শেয়ার ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হসত্মামত্মর করা হবে।

‘‘গ্রামীণ ফোন কর্তৃক IFC, CDC **এবং** ADB **থেকে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে** Side Letter **দেয়ার ক্ষমতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অর্পণ করা হলো।’’**